

সালিসী, মিলিত প্রতিনিধিত্ব অধিদপ্তর ও ফোন এডহক
FB-15167 অসিলি আদালত, ঢাকা-ঢাকা.
বাংলাদেশ ফরম নং-৩৯০৫
হাইকোর্ট জিমনাল প্রসেস ফরম নং-১২

Her-৩৫৮২/২০২২

প্রদায়,
অফিসার ইনচার্জ
জ্যামপুর থানা
ঢাকা-ঢাকা.

শ্রেণারী ওয়ারেন্ট

(কৌশলারী কার্য বিধির ৭৫ ধারা)

(১) যে ব্যক্তি বা সকল ব্যক্তিকে

এই ওয়ারেন্ট তামিল করিতে হইবে তাহার

বা তাহারদের নাম ও পদ।

(১) মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
পিতা- শ্রী শ্রীঃ ফজলুল হক.
মাতা- শ্রী শ্রীঃ মোহাম্মাদ নূরজাহান বেগম
অ্যান্ডার্সন স্ট্রাফ লিঃ. মুন্সীখোলা থানা,
অফিসার, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রোড,
মুন্সীখোলা, জ্যামপুর, ঢাকা-১২০৪
ফোনঃ ০১৯২৬৬০৪৮৮২।

নিবাসী

স্বাক্ষরে

(২) অপরাধ বর্ণনা করিবেন

(২)

অপরাধের নালিশ হইয়াছে, অতএব আপনার

(অপরাধ পুঠায় দেখুন)

FB-23

কাস্টমার নং- 210034

মাননীয়,

নিমিত্তক জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও ফেনী সদর আমলী আদালত,
জেলা- ফেনী।

সূত্র: ফেনী সি. আৰ, ১৪৮৩/২০২০ইং।

মোকাদ্দমা: খৌতুক নিবোধ আইনের ও পারা।

সাহেদা আক্তার বর্ণা

স্বাক্ষর

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

---আসামীগণ।

বিষয়: বাদী পক্ষে আসামীর বিরুদ্ধে নিম্ন তফসীল ঠিকানায় ওয়ারেন্ট প্রেরণের প্রার্থনা।

নিবেদন এই,

অত্র মামলার বাদী বিগত ২৪/১২/২০২০ইং তারিখে আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মামলা আনয়ন করে। মামলা আনয়নের পর বিজ্ঞ আদালত আসামীর বিরুদ্ধে আবেদিতে উল্লেখিত ঠিকানায় ওয়ারেন্ট এর আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু আসামী বর্তমানে উক্ত ঠিকানায় না থাকায় আসামীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট তামিল কার্যকর হচ্ছে না। আসামী বর্তমানে নিম্ন তফসীল ঠিকানায় তাহার শেখাখাত কার্য নির্বাহ করিতেছে বলিয়া জানা যায়। নিম্ন তফসীল ঠিকানায় আসামীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট প্রেরণ করলে ওয়ারেন্ট কার্যকর হইবে। তদ্বোধে নিম্ন তফসীল ঠিকানায় আসামীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট প্রেরণের নিমিত্তে বাদী পক্ষে অত্র দরখাস্ত আনয়ন করা হইয়াছে।

অতএব, মহোদয় বাদী পক্ষে আনীত দরখাস্ত মঞ্জুর করত: নিম্ন তফসীল ঠিকানায় আসামীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট এর আদেশ দানে বিজ্ঞ আদালতের সদয় মর্জি হয়।

ইতি তার- ১১/০৩/২০২৪ইং।

তফসীল আসামীর নাম ও ঠিকানা:

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (৪৬),

পিতা- মৃত মোঃ ফজলুল হক, মাতা- মৃত মোসাম্মৎ নুরজাহান বেগম,

অফিসার, স্ট্যাভার্ড ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়,

মেট্রোপলিটন চেম্বার বিল্ডিং, ১২২-১২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা- ১০০০।



২
অসিঃ
সিবিঃ ডিবিঃ ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলায় আদালত
জেলা-জেলা

FB-17 13845

বাংলাদেশ ফরম নং-৩৯০৫

হাইকোর্ট ক্রিমিনাল প্রসেস ফরম নং-১২

১৭-০৫-২২/২০২০

শ্রেণারী ওয়ারেন্ট

(ফৌজদারী কার্য বিধির ৭৫ ধারা)

বঙ্গাব্দ,
আতিথ্য ইলেক্ট্রিক
বুড়িচং থানা
জেলা- জুমিল্লা

(১) যে ব্যক্তি বা সকল ব্যক্তিকে

এই ওয়ারেন্ট তামিল করিতে হইবে তাহার

বা তাহাদিগের নাম ও পদ।

(১) মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, গিতি মৃত মোঃ
ফকরুল হক, মাতা-মোহাম্মদ নূরুজ্জাহান
শ্রেণা, মাও-বাকলী মুল,
ডাকঘর- বাকলীমুল বাজার
থানা- বুড়িচং
জেলা- জুমিল্লা।

প্রতি

নিবাসী

স্বাক্ষরে

(২) অপরাধ বর্ণনা করিবেন

(২)

অপরাধের নালিশ হইয়াছে, অতএব আপনার

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)



162746

FH-2A

০১/১২/২০২৩

৩,০০,০০০/- (তিন লাখ) টাকা উসুল সাব্যস্ত রেজিস্ট্রি কামিন মূলে ইসলামী শব্দসম্বন্ধে বিধান মোতাবেক সোয়াখানীর কোম্পানীগঞ্জ পৌরসভার ৩ ও ৭নং ওয়ার্ডের নিকট রেজিস্ট্রি ও কাজী মোঃ আতিক উল্লাহর মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

বিবাহের পর কিছু দিন সব ঠিক থাকিলেও যৌতুকলোভী আসামী বাদীর কাছ থেকে জমি ক্রয়ের জন্য যৌতুক দাবী করিতে থাকে। বাদী দিতে অপারগতা প্রকাশ করিলে আসামী বাদীর উপর মানসিক নির্যাতন করিত। বাদীনির তাহার সংসারের কথা চিন্তা করিয়া নিরবে সব সহ্য করিয়াছে।

১ম ঘটনার তারিখ, সময় ও স্থানে আসামী বাদীর নিকট জমি ক্রয়ের জন্য ৩,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা যৌতুক দাবী করে। আসামী বাদীকে বাদীর পিতালয় হইতে ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা যৌতুক আনিয়া দিতে বলে। বাদী তাহার পিতার পক্ষে যৌতুক দেওয়া সম্ভব নয় জানাইলে আসামী ক্ষিপ্ত হইয়া বাদীকে এক কাপড়ে আসামীর ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয় এবং বলে যে যৌতুক ছাড়া আসামী বাদীকে আর ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে না। বাদী নিরুপায় হইতে তাহার পিতালয়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

২য় ঘটনার তারিখ, সময় ও স্থানে বাদীর পিতা প্রবাসে থাকায় বাদীর মাতা আসামীর সহিত বাদীর চলমান বিরোধ আপোষে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এক পারিবারিক সালিশি বৈঠকের আয়োজন করে। উক্ত সালিশি বৈঠকে আসামী উপস্থিত হয়। বাদীর মাতা উপস্থিত সাক্ষীগণের সম্মুখে বাদীকে তাহার স্বামীর বাড়িতে লইয়া যাইবার জন্য আসামীকে অনুরোধ করিলে আসামী বাদী ও বাদীর মাতার নিকট পুনরায় ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা যৌতুক দাবী করে। আসামী আরো বলে যে, যৌতুকের ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা ছাড়া আসামী বাদীকে তাহার বাড়িতে লইয়া যাইবে না। বাদী ও বাদীর মাতা যৌতুক দিতে অপারগতা প্রকাশ করিলে আসামী যৌতুকের টাকা না পাইলে বাদীকে তালাক দিবে মতে হুমকী দিয়া ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

উক্ত ঘটনা সমূহের পর বহুবার আসামী আপোষের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশ্বা দেওয়ায় মামলা আনয়নে বিনষ্ট হইলো। অবশেষে বাদী নিরুপায় হইয়া আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মামলা আনয়ন করিতেছে।

অতএব, মহোদয় উপরোক্ত বিষয় ও কারণাধীনে বাদীর আনীত অভিযোগ আমলে আদি আসামীর বিরুদ্ধে শ্রেফতারী পরোয়ানার আদেশ দানে বিজ্ঞ আদালতের সদয় মর্জি হয়।

ইতি, তাং- ২৪/১২/২০২৩



162745

FB-23

০৫/০২/২০২৩

মাননীয়,

সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও ফেনী সদর আমলী আদালত,
জেলা- ফেনী।

সূত্রঃ ফেনী সি. আর.- /২০২৩ইং।

সাহেদা আক্তার ঝর্ণা (২৮), স্বামী- মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, পিতা- মোহাম্মদ হানিফ,
মাতা- ছকিনা বেগম, গ্রাম- চরলালা, ডাকঘর- কে এম হাট, থানা- ফেনী সদর, জেলা-
ফেনী।

-----বাদী।

-----বনাম-----

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (৪৬), পিতা- মৃত মোঃ ফজলুল হক, মাতা- মৃত মোসাম্ম
নুরজাহান বেগম, সাং- বাকশীমুল, ডাকঘর- বাকশীমুল বাজার, থানা- বুড়িচং, জেলা-
কুমিল্লা।

-----আসামী।

০১। ছকিনা বেগম, স্বামী- মোহাম্মদ হানিফ, সাং- চরলালা, থানা- ফেনী সদর,
০২। গিয়াস উদ্দিন, পিতা- মৃত রুহুল আমিন, সাং- পশ্চিম দৌলতপুর, থানা- ফেনী সদর,
০৩। নুরজাহান, স্বামী- মোঃ ইলিয়াছ, সাং- উত্তর মন্দিয়া, থানা- ছাগলনাইয়া, সর্বজেলা-
ফেনীসহ আরো বহু সাক্ষী আছে।

-----সাক্ষীগণ।

১ম ঘটনার তারিখ-

২১/০৭/২০২৩ইং।

সময়-

সকাল অনুমান ১১.০০ ঘটিকা।

স্থান-

বাদীর স্বামীর বাড়ী।

২য় ঘটনার তারিখ-

২৮/০৭/২০২৩ইং।

সময়-

বিকাল অনুমান ৪.০০ ঘটিকা।

স্থান-

বাদীর পিতালয়।

ধারাঃ যৌতুক নিরোধ আইনের ৩ ধারা।

নিবেদন এই,

অত্র মামলার বাদী একজন সহজ, সরল, মুসলিম পতিব্রতা মহিলা বটে। অপরপক্ষে
আসামী একজন যৌতুক লোভী, পরবিস্ত লোভী ও প্রতারক শ্রেনীর লোক হয় বটে। অত্র
মামলার আসামী বাদীর স্বামী। অত্র মামলার বাদীর সহিত আসামীর বিগত
০৭/০২/২০২৩ইং তারিখে ১৮,০০,০০০/- (আঠার লাখ) টাকা দেনমোহর ও





162745

মাননীয়,

নিম্নোক্ত আদালতের জাজিস্থানে ও ফেনী সদর জজিস্থানে,

জেলার ফেনী।

সুপ্রসন্ন ফেনী সি. আদালত- /২০২৩ইং।

নামের আদালতের জজ (২৮), স্বামী- মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, পিতা- মোহাম্মদ হানিফ,
 মাতা- হকিনা বেগম, স্বামী- চরদালা, ডাকনাম- ছে বয়ে হাতি, থানা- ফেনী সদর, জেলা-
 ফেনী।

বাদী।

নাম-

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (৪৬), পিতা- মৃত মোঃ ফজলুল হক, মাতা- মৃত মোহাম্মদ
 নুরজাহান বেগম, সাং- বাকশীমুল, ডাকনাম- বাকশীমুল বাজার, থানা- বুড়িচং, জেলা-
 কুমিল্লা।

আসামী।

- ০১। হকিনা বেগম, স্বামী- মোহাম্মদ হানিফ, সাং- চরদালা, থানা- ফেনী সদর,
 ০২। গিয়াস উদ্দিন, পিতা- মৃত রফুল আমিন, সাং- পশ্চিম দৌলতপুর, থানা- ফেনী সদর,
 ০৩। নুরজাহান, স্বামী- মোঃ ইলিয়াছ, সাং- উত্তর মন্দিয়া, থানা- জাপলনাইয়া, সর্বজেলা-
 ফেনীসহ আরো বহু সাক্ষী আছে।

সাক্ষীগণ।

১ম ঘটনার তারিখ-

২১/০৭/২০২৩ইং।

সময়-

সকাল অনুমান ১১.০০ ঘটিকা।

স্থান-

বাদীর স্বামীর বাড়ী।

২য় ঘটনার তারিখ-

২৮/০৭/২০২৩ইং।

সময়-

বিকাল অনুমান ৪.০০ ঘটিকা।

স্থান-

বাদীর পিতালয়।

ধারাঃ যৌতুক নিরোধ আইনের ৩ ধারা।

নিবেদন এই,

অত্র মামলার বাদী একজন সহজ, সরল, মুসলিম পতিব্রতা মহিলা বটে। অপরাধী
 আসামী একজন যৌতুক লোভী, পরবিশু লোভী ও প্রতারক শ্রেনীর লোক হয় বটে।
 মামলার আসামী বাদীর স্বামী। অত্র মামলার বাদীর সহিত আসামী
 ০৭/০২/২০২৩ইং তারিখে ১৮,০০,০০০/- (আঠার লাখ) টাকা দে

FB-17 6470

সূত্র : FCR মামলা নং - ১৮২/১৬২৫
খার : অভিযুক্ত নিরঞ্জন কুমার ৩-বাংলা

তারিখ : ৩০/০৮/১৪২৫

বালোমেশ ফরম নং-৩৯০৯
হাইকোর্ট কৌজদারী পরোয়ানা ফরম নং-৪৭

প্রতি,
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
হুসিলা থানা
জেলা ফুমিল্লা

অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজির হওয়ার এন্ডেহার

(১৮১৮ সালের ৫নং আইনের ৫নং অফিসিয়াল, ৪নং ফরম)
(কৌজদারী কার্যবিধির ৮৭ ধারা)

নোংরা নম্বর :

১। নাম, পরিচয় ও ঠিকানা : মোহেতু আমার সমক্ষে অভিযোগ আসিয়াছে যে (১) আসামী
মহাবিদ্য : বর্ষিত : দ্বারা অনুসারে দস্তখত
অপরাধে (২) : করিয়াছে : এবং

২। অভিযুক্ত হইয়াছেন অথবা :
অভিযুক্ত বলিয়া সন্দেহ :
হইয়াছে :
উহার প্রেক্ষাপট পরোয়ানা এবং জারীর বিবরণে দেখা যাইতেছে যে উক্ত (৩) : আসামী
অভিযুক্ত হইয়াছেন

৩। নাম :
যে ব্যক্তি শপথ যাইতেছে না, এবং যেহেতু আমার সন্মতি মতে প্রত্যয় করিয়াছে যে উক্ত (৪) আসামী
মোহাম্মদ কবীর আলী (৪৭) বিষ্ণু মৃত মোঃ ফজলুল হক
মৃত মোঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ হোসেন মোঃ তাকসিমুল
মৃত তাকসিমুল হোসেন, থানা ফুমিল্লা জেলা ফুমিল্লা
০১৭৩১৩২৭৬৪০

৪। জেতার হইয়াছেন
অথবা উক্ত প্রেক্ষাপট
পরোয়ানা দ্বারা জারী
না হইয়া প্রত্যয় আবেদন
করিয়াছেন :
মোহেতু, এতদ্বারা মোমিনা করা হইতেছে যে
তারিখে উক্ত অভিযোগের উক্ত আসামীর জন্য

৫। স্থানের নাম : উক্ত (৫) বিজ্ঞ ১ম প্রেবীর মার্জিনে
(৬) আসামী : ফুমিল্লা ফেলী
(৭) : হাজির হইবেন।

তারিখ :

আদালতের সীলনোদেহ

স্বাক্ষর

প্রসেস নং :
তারিখ :

তারিখঃ ১৩/১০/২০২৩ইং

স্বাক্ষর,

বাবুশ্রীমানী পরিচালক
স্বাক্ষরিত ব্যাংক শিল্প
বৈজ্ঞানিক
ইসলাম চেষ্টার
মন্ত্রিকাল বা/এ,
ঢাকা-১০০০৩।

বিষয়ঃ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, ম্যানেজার, কর্মস্থল-কুমিল্লা এর সজ্জান গ্রামান প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

সবিনয় বিনীত নিবেদন এই যে, আমি সাহেদা আক্তার কর্ণা, পিতা-মোহাম্মদ হানিফ, মাতা-ছকিনা বেগম, সাং-চরলাল, পোঃ কে.এম. হাট, উপজেলা-ফেনী সদর, জেলা-ফেনী। আমার স্বামী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, পিতা-মোঃ ফজলুল হক, মাতা-নূরজাহান বেগম, সাং-বাকশিমুল বাজার, পোঃ বাকশিমুল, উপজেলা-বুড়িচং, জেলাঃ কুমিল্লা। তিনি আপনার ব্যাংকের কসুরহাট শাখা, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালীতে ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন সময় গত ০৭/০২/২০২৩ইং তারিখে তিনি আমাকে তার পরিবারে কিছু সদস্যের যোগসাজসে পরিবারিকভাবে বিবাহ করেন এবং পরবর্তীতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি পূর্বেই একটি বিবাহ করিয়াছেন যেখানে তার ২হলে ও ১টি কন্যা সন্তান রহিয়াছে। তিনি গত মে-২০২৩ইং মাসে আমাকে আমার বাপের বাড়িতে রেখে আসার সময় বলেন যে, আমার কিছু অফিসিয়াল কাজে আমি কিছুদিন ঢাকায় অবস্থান করবো এবং তিনি এখনও থাকো আমি আসা পর্যন্ত। পরবর্তীতে আমি তাকে ফোনে না পেয়ে কসুরহাট শাখায় যাত্রা করি তিনি বাসা ছেড়ে দেন। পরে আমি আবসুরহাট শাখা অফিসিয়াল কাজে আমি কিছুদিন ঢাকায় অবস্থান করবো এবং তিনি এখনও থাকো আমি আসা পর্যন্ত। পরবর্তীতে আমি তাকে ফোনে না পেয়ে কসুরহাট শাখায় যাত্রা করি তিনি অফিস থেকে বদলী হয়ে চলে গেছেন। বর্তমানে আমি ঢাকায় এসে জানিতে পারি যে তিনি কুমিল্লায় কর্মরত আছেন।

অতএব, আপনার সমীপে আকুল আবেদন এই যে, আমার স্বামীর বর্তমান কর্মস্থল ও অবস্থান জানানোর সবিনয় অনুরোধ জানানোতেছি।

বিনীত নিকেদক

(সাহেদা আক্তার কর্ণা)

স্বামী-মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
সাং-চরলাল, পোঃ কে.এম. হাট,
উপজেলা-ফেনী সদর, জেলা-ফেনী
মোবাঃ ০১৮৭৬-৫২৫৫৬৭

সংযুক্তিঃ

০১। ভিজিটিং কার্ড এর ফটোকপি।

০২। কবিন নামার ফটোকপি।

আপোষনামা

উপস্থিত শালিসদারগণের স্বাক্ষর
ও মোহরিত নামা

১। ১০/০২/২০২৪

১মপক্ষঃ- ফজলুল করিম (৪০), পিতা- আলী নেওয়াজ, সাং- উত্তর যশপুর (আবু আহাম্মদ সওদাগর বাড়ী), ০৬ নং ওয়ার্ড, ০৫ নং মহানগরা ইউনিয়ন, থানা-ছাগলনাইয়া, জেলা-ফেনী।

২য়পক্ষঃ- আনোয়ার হোসেন (৩০), পিতা- মৃত দুলাল মেহেরী, সাং- উত্তর যশপুর (আবু আহাম্মদ সওদাগর বাড়ী), ০৬ নং ওয়ার্ড, ০৫ নং মহানগরা ইউনিয়ন, থানা-ছাগলনাইয়া, জেলা-ফেনী।

২। ১০/০২/২০২৪

পরম করুনাময় মহান আল্লাহ তায়ালা নামে আরম্ভীকার নামা লিখা আরম্ভ করি। উল্লেখিত ১মপক্ষ ও ২য়পক্ষ একই বাড়ীর বাসিন্দা। ভুল বুদ্ধিবৃত্তির কারণে গত-২১/০২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়। যার পরিস্ফুটনে ১মপক্ষ, থানায় উপস্থিত হয়ে ২য়পক্ষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেয়। যেহেতু পক্ষদ্বয় একই বাড়ীর বাসিন্দা এবং পরস্পর নিকটতম আত্মীয়স্বজন, তাই বিরোধটি বিষয়টি মিমাংসা করে অন্য- ২৬/০২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ, বিকাল অনুমান ০৪:০০ ঘটিকার উভয়ের মধ্যে বিরোধীয় বিষয়টি মিমাংসা করে একটি শালিস বৈঠকের আয়োজন করা হয় এবং বিষয়টি নিম্ন শর্ত সাপেক্ষে মিমাংসা করা হয়।

৩।

সিদ্ধান্ত হয় যে,

৪।

০১। পক্ষদ্বয় ভবিষ্যতে মিলেমিশে থাকিবে, অহেতুক ঝগড়া বিবাদ মারামারি হতে বিরত থাকিয়া অবশ্যই আইন শৃংখলা মেনে চলতে বাধ্য থাকিবে।

০২। বর্তমান ঘটনার বিষয় নিম্ন পক্ষদ্বয় ভবিষ্যতে একে অপরকে কোন দোষারোপ বা হুমকি ধমকি প্রদর্শন করতে পারবে না।

৫।

০৩। ২য়পক্ষ কর্তৃক, ১মপক্ষের প্রতি পূরণীয় এমন ঘটনা পূরণবৃত্তি ঘটিলে প্রমাণ সাপেক্ষে ২য়পক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। ১মপক্ষের দায়েরকৃত অভিযোগটি উভয়পক্ষ আলাপ আলোচনারূপে থানা হতে প্রত্যাহার করে নেওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে পক্ষ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অবমাননা করিবে, সেই পক্ষের বিরুদ্ধে প্রমাণ সাপেক্ষে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

আমরা পক্ষদ্বয় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মানিয়া নিম্ন স্বাক্ষর, স্বাক্ষর অথবা বিনা প্রয়োজনে আর আপোষ নামা/অভীকার নামার বিরুদ্ধে নিজ নিজ স্বাক্ষর প্রদান করিলাম এবং পরে শালিসদার/স্বাক্ষর স্বাক্ষর প্রদান করেন।

তারিখ-২৬/০২/২০২৪ ই।

FB-23

ক্রমিক নং- 210034

মাননীয়,

সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও ফেনী সদর আমলী আদালত,

জেলা- ফেনী।

সূত্র: ফেনী সি. আও. ১৭৮২/২০২০ইং।

মোকদ্দমা: যৌক্তিক নিরোপ আইনের ও খাতি।

মোহাম্মদ আক্তার কর্ণা

-----বাদী।

বনাম

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

---অসামীপন।

বিষয়: বাদী পক্ষে আসামীর বিরুদ্ধে নিম্ন তফসীল ঠিকানায় ওয়ারেন্ট প্রেরণের প্রার্থনা।

নিবেদন এই,

অত্র মামলার বাদী বিগত ২৪/১২/২০২০ইং তারিখে আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মামলা আনয়ন করে। মামলা আনয়নের পর বিজ্ঞ আদালত আসামীর বিরুদ্ধে আৱাজিতে উপস্থিত ঠিকানায় ওয়ারেন্ট এত আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু আসামী বর্তমানে উক্ত ঠিকানায় না থাকায় আসামীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট তামিল কার্যকর হচ্ছে না। আসামী বর্তমানে নিম্ন তফসীল ঠিকানায় তাহার পেশাগত কার্য নির্বাহ করিতেছে বলিয়া জানা যায়। নিম্ন তফসীল ঠিকানায় আসামীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট প্রেরণ করলে ওয়ারেন্ট কার্যকর হইবে। তদন্তে নিম্ন তফসীল ঠিকানায় আসামীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট প্রেরণের নিমিত্তে বাদী পক্ষে অত্র দরখাস্ত আনয়ন করা হইয়াছে।

অতএব, মহোদয় বাদী পক্ষে আনীত দরখাস্ত মঞ্জুর করত: নিম্ন তফসীল ঠিকানায় আসামীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট এত আদেশ দানে বিজ্ঞ আদালতের সদয় মর্জি হয়।

ইতি তারিখ- ১১/০৩/২০২৪ইং।

তফসীল আসামীর নাম ও ঠিকানা:

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (৪৬),

পিতা- মৃত মোঃ ফজলুল হক, মাতা- মৃত মোসাম্মত মুরজাহান বেগম,

অফিসার, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়,

মেট্রোপলিটন চেম্বার বিল্ডিং, ১২২-১২৪, মুক্তিখিল বা/এ, ঢাকা- ১০০০।



**FB-23**

2

[illegible]

01708111616
From Justice Court
Sheriff's Office
26 Nov 1973
12:23

৩,০০,০০০/- (তিন লাখ) টাকা উসুল সাব্যস্তে রেজিষ্ট্রি কবিন মূলে ইসলামী শরাসরিয়তে বিধান মোতাবেক নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ পৌরসভার ৩ ও ৭নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার ও কাজী মোঃ আতিক উল্যাহর মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

বিবাহের পর কিছু দিন সব ঠিক থাকিলেও যৌতুকলোভী আসামী বাদীর কাছ থেকে জমি ক্রয়ের জন্য যৌতুক দাবী করিতে থাকে। বাদী দিতে অপারগতা প্রকাশ করিলে আসামী বাদীর উপর মানসিক নির্যাতন করিত। বাদীনির তাহার সংসারের কথা চিন্তা করিয়া নিরবে সব সহ্য করিয়াছে।

১ম ঘটনার তারিখ, সময় ও স্থানে আসামী বাদীর নিকট জমি ক্রয়ের জন্য ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা যৌতুক দাবী করে। আসামী বাদীকে বাদীর পিজালয় হইতে ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা যৌতুক আনিয়া দিতে বলে। বাদী তাহার পিতার পক্ষে যৌতুক দেওয়া সম্ভব নয় জানাইলে আসামী কিন্তু হইয়া বাদীকে এক কাপড়ে আসামীর ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয় এবং বলে যে যৌতুক ছাড়া আসামী বাদীকে আর ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে না। বাদী নিরুপায় হইতে তাহার পিজালয়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহন করে।

২য় ঘটনার তারিখ, সময় ও স্থানে বাদীর পিতা প্রবাসে থাকায় বাদীর মাতা আসামীর সহিত বাদীর চলমান বিরোধ আপোষে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এক পারিবারিক সালিশ বৈঠকের আয়োজন করে। উক্ত সালিশ বৈঠকে আসামী উপস্থিত হয়। বাদীর মাতা উপস্থিত সাক্ষীগণের সম্মুখে বাদীকে তাহার স্বামীর বাড়িতে লইয়া যাইবার জন্য আসামীকে অনুরোধ করিলে আসামী বাদী ও বাদীর মাতার নিকট পুনরায় ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা যৌতুক দাবি করে। আসামী আরো বলে যে, যৌতুকের ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা ছাড়া আসামী বাদীকে তাহার বাড়িতে লইয়া যাইবে না। বাদী ও বাদীর মাতা যৌতুক দিতে অসম্মত হওয়ায় প্রকাশ করিলে আসামী যৌতুকের টাকা না পাইলে বাদীকে তালুক দিবে মর্মে হুমকী দিয়া ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

উক্ত ঘটনা সমূহের পর বহুবার আসামী আপোষের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়ায় মামলা আনয়নে বিলম্ব হইলো। অবশেষে বাদী নিরুপায় হইয়া আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মামলা আনয়ন করিতেছে।

অতএব, মহোদয় উপরোক্ত বিষয় ও কারণাধীনে বাদীর আনীত অভিযোগ আমলে আনিয়া আসামীর বিরুদ্ধে শ্রেফতারী পরোয়ানার আদেশ দানে বিজ্ঞ আদালতের সদয় মর্জি হয়।

ইতি, তাং- ২৪/১২/২০২৩ইং।